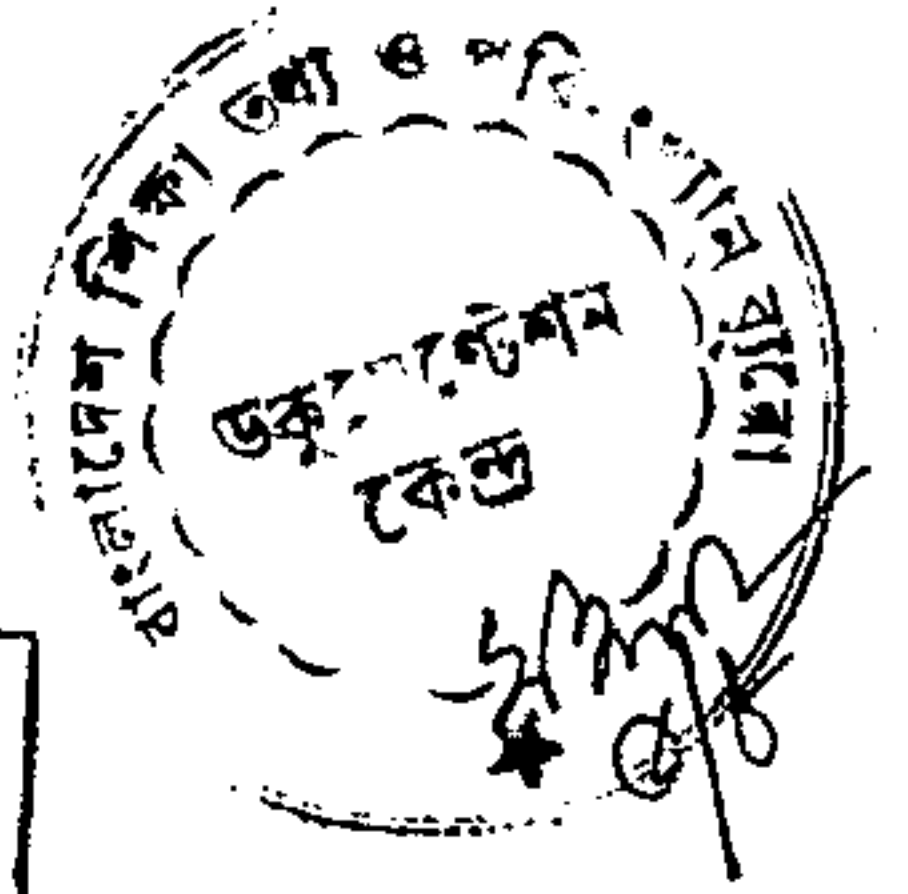




৬০

বর্তমান শিক্ষার অবস্থা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতিই উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে না। তা আমরা সকলেই জানি কিন্তু মানি কি? বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করছি দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি প্রতিটি ক্ষণন্যতম কাজ। যা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কোনো ছাত্রের দ্বারা এসব নৃশংস কাজ সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষাই যদি জাতির মেরুদণ্ড হয়, তাহলে কেন শিক্ষিত ছেলেরা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে তছনছ করছে? কেনো তাদের মুখ থেকে শোনা যায় ধর্মের মহৎ বাণী? অথচ তারা যা বলে, তা করে না। এটি কি কোনো খামখেয়ালীপনা নয়?

একটি কথা আছে, "আগা হাল যে পাকে যায় পাছা হালও সে পাকেই যায়"। আমরা লক্ষ্য করছি বাংলাদেশে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিকসহ দিনের পর দিন তাদের বিভিন্ন দাবি সরকারের নিকট

উপস্থাপন করছে এবং তা মেনে নেবার জন্যে করছে হরতাল, লুটতরাজ, সন্ত্রাসসহ বিভিন্ন প্রকার অশোভনীয় অপরাধ। এরই ফলে কিছু কিছু স্কুলের ছাত্রাও করতে শিখেছে সন্ত্রাস। একেই কি বলে শিক্ষা? এরই নাম কি জাতির মেরুদণ্ড?

কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে- স্কুলের ছাত্ররা গাড়ি ভাঙচুর, দোকানে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে দোকানপাট ভাঙচুর এবং বিভিন্ন ক্ষতিকারক কার্য করছে। এর পেছনে কারণ কি? অবশ্যই কারণ আছে। কেননা, কারণ ছাড়া কার্য ঘটে না। ১৯৯৬ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নতুনভাবে হবে এই নিয়ম তারা মেনে নিতে চাচ্ছে না। তারা চাচ্ছে পূর্বের নিয়ম বহাল রাখতে। এসব প্রতিবাদ কার্যক্রম কি সব ছাত্ররাই করছে? আসলে তা নয়। এসব কার্য তাদের মাধ্যমেই হচ্ছে বলে মনে করি, যারা বছরে একটি বইয়ের পাতাও উন্টিয়ে দেখে না। পরীক্ষা শুরু হলে বাজার থেকে নোট ক্রয় করে নকল করার চিন্তা ভাবনা করে। নকল ধরা পড়ে পরীক্ষা থেকে বহিষ্কার করার ফলে লাঞ্চিত হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট, ইউএনও বা কোনো শিক্ষক।

এসব ক্ষণন্যতম কাজের জন্যে প্রথমত পিতা-মাতাকেই দায়ী করা

যায়। কেননা, প্রত্যেকের পিতা-মাতা যদি তাদের নিজ নিজ সন্তানকে সঠিকভাবে পরিচালনা করেন তাহলে এ ধরনের কোনো প্রকার অপরাধ সংঘটিত হতো না। প্রশাসনের দুর্বলতার কারণেও এ ধরনের কার্যকলাপ ঘটে থাকে। ১৯৯৬ সালের এসএসসি'র অকালপক্ক ছেলেরা যে দাবি তুলেছে প্রশাসন যদি ভয়ে সে দাবি মেনে নেয় তাহলে আমার মনে হয় পরীক্ষার্থীরা কিছুদিন পরে আরোও এক দাবি তুলতে পারে যে, আমাদেরকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ছাড়াই সার্টিফিকেট দেয়া হোক। তখন এ দাবিও মেনে নিতে হবে। তাছাড়া

তাই প্রশাসনের নিকট আমার আকুল নিবেদন যে, শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যে যে সঠিক সিদ্ধান্তটির প্রয়োজন তা গ্রহণ করতে তুল না করেন। সেই সাথে প্রত্যেক ছেলে-মেয়েদের পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানের উন্নতির জন্যে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে উদগ্রীব হন।

ফরহান বাদশাহ
সুবর্ষী ছাত্রাবাস
আশরতপুর ক্যাডেট কলেজ
রংপুর।